জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজারের কার্যালয়
ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট মেইনটেন্যান্স
ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)
মহাখালী, ঢাকা-১২১৩।
www.nememw.gov.bd

স্মারক নং- ৪৫.০০.০০০০.০০১.৯৯.০০৫.১৫-৭৫৫ তারিখ: ২৯/০৫/২০২০ খ্রি

সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

বিষয়: করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাব জনিত কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় জরুরি ভিত্তিতে নিমিউ অ্যান্ড টিসিতে সহকারী প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ প্রদান প্রসঙ্গে।

মহোদয়

উপর্যুক্ত বিষয়ে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ১৯৮৩ সনে ৮৩ জনবল নিয়ে ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কসপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ অ্যান্ড টিসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে নিমিউ অ্যান্ড টিসি-কে অধিকতর শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৩-১৯৯৪ সনে আরো ১২ জন জনবল বৃদ্ধি করা হয়, ফলে নিমিউ অ্যান্ড টিসি'র মোট অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা দাড়ায় ৯৫।

২। ১৯৮৩ সনে প্রতিষ্ঠাকালীন নিমিউ অ্যান্ড টিসি'র সামগ্রিক সক্ষমতার বিপরীতে যে পরিমান সেবা চাহিদা ছিল, গত সুদীর্ঘ ৩৬ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়েছে বহগুন, কিন্তু নিমিউ অ্যান্ড টিসির জনবল ১ জনও বাড়েনি। এতে করে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্রমবর্ধমান বিপুল সেবা চাহিদার বিপরীতে নিমিউ অ্যান্ড টিসি'র বিদ্যমান জনবল ও সক্ষমতা দিয়ে কাঙ্খিত মাত্রায় সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। ফলে সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমূহে নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তদুপরি বর্তমান করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাব জনিত কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ করছে।

৩। এমতাবস্থায়, করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর প্রাদুর্ভাব জনিত কারণে উদ্ভূত জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার স্বার্থে নিমিউ অ্যান্ড টিসিতে জরুরি ভিত্তিতে পিএসসির মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে ১০০ জন গ্রাজুয়েট বায়োমেডিক্যাল ইন্জিনিয়ার (সহকারী প্রকৌশলী, ৯ম গ্রেড) এবং ৭৩৫ জন ইলেক্ট্রো-মেডিক্যাল ডিপ্লোমা ইন্জিনিয়ার (উপসহকারী প্রকৌশলী, গ্রেড-১০) নিয়োগ করা প্রয়োজন। এসব প্রকৌশলীর কর্মস্থান/পদবিন্যাস হবে নিম্নরুপ:

ক্রমিক নং	কর্মস্থান	সহকারী প্রকৌশলী	উপসহকারী প্রকৌশলী
১	১৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	প্রতিটিতে ০১ জন করে মোট ১৭ জন	প্রতিটিতে ০৩ জন করে মোট ৫১ জন
২	১৫টি বিশেষায়িত হাসপাতাল	প্রতিটিতে ০১ জন করে মোট ১৫ জন	প্রতিটিতে ০৩ জন করে মোট ৪৫ জন
৩	৬১টি জেলা হাসপাতাল	-	প্রতিটিতে ০২ জন করে মোট ১২২ জন
৪	৫১৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/টিবি হাসপাতাল/মা ও শিশু হাসপাতাল	-	প্রতিটিতে ০১ জন করে মোট ৫১৭ জন
৫	নিমিউ অ্যান্ড টিসি'র প্রধান কার্যালয়	৬৮ জন	-
	মোট	১০০ জন	৭৩৫ জন

৪। করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর কারণে সৃষ্ট মহামারি পরিস্থিতি জরুরি মোকাবেলার স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে পিএসসি কর্তৃক শুধুমাত্র প্রিলিমিনারী/মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে এ নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে এবং নিয়োগের পর তদনুযায়ী নিমিউ অ্যান্ড টিসিতে পদসৃজনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫। উল্লেখ্য যে, নিমিউ অ্যান্ড টিসিতে ১০০ জন গ্রাজুয়েট বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সহকারী প্রকৌশলী, গ্রেড-৯) এবং ৭৩৫ জন জন ইলেক্ট্রো-মেডিক্যাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার (উপসহকারী প্রকৌশলী, গ্রেড-১০) নিয়োগ প্রদান করা হলে বছরে বেতন-ভাতা বাবদ আনুমানিক ৩২ (বত্রিশ) কোটি টাকা ব্যয় হবে কিন্তু এর বিপরীতে অনেক সুফল পাওয়া যাবে (এ নিয়োগের ফলে কী সুফল পাওয়া যাবে তার একটি প্রতিবেদন এতৎসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো)।

৬। সার্বিক বিবেচনায় জনস্বার্থে এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে- ১(এক) পাতা।

২৯/০৫/২০২০

মোহা: আমিনুর রহমান
চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার
(উপসচিব)
ফোন: ৫৮৮১০৬১৩
E-mail: nememw.govt.bd@gmail.com

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য
১। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
২। অতিরিক্ত সচিব (অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।
৩। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

নিমিউতে প্রস্তাবিত প্রকৌশল জনবল নিয়োগের ফলে প্রত্যাশিত সুফল

নিমিউতে প্রস্তাবিত ১০০ জন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সহকারি প্রকৌশলী, গ্রেড-৯) এবং ৭৩৫ জন ইলেক্ট্রো-মেডিক্যাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার (উপ- সহকারী প্রকৌশলী, গ্রেড-১০) নিয়োগ প্রদান করা হলে নিমিউ এর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে নিম্নবর্ণিত সুফল পাওয়া যাবে:

১। করোনা ভাইরাস (COVID-19) এর কারণে সৃষ্ট মহামারি রোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২। দেশের সরকারি হাসপাতাল সমূহে চিকিৎসা যন্ত্রপাতির নির্ধারিত আয়ুষ্কাল নিশ্চিত করা যাবে।

৩। চিকিৎসা যন্ত্রপাতির নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে হাসপাতালে আগত দরিদ্র ও প্রান্তিক রোগীসহ সকল রোগীদের নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা যাবে।

৪। প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ (Preventive Maintenance) করা সম্ভব হবে, ফলে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন সচল রাখা যাবে। এতে করে যন্ত্রপাতি অকেজো হবার (Breakdown) সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং সরকারি অর্থের সাশ্রয় হবে।

৫। প্রশিক্ষিত প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণ কর্তৃক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি পরিচালনা করা হলে চিকিৎসা যন্ত্রপাতির তথ্য বিভ্রাট (Data Error) নিরসন করা ও রোগীর তথ্য পর্যবেক্ষণ সম্ভব হবে। ফলে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি হতে রোগীর কোনো প্রকার দুর্ঘটনা (যথা: অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষত, বিদ্যুৎপৃষ্ট) ঘটবে না।

৬। শৈল্যচিকিৎসা (Surgery) চলাকালীন সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে চিকিৎসাযন্ত্র বন্ধ হবার আশংকা থাকবে না। ফলে রোগীরা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঝুঁকি হতে রেহাই পাবে।

৭। প্রত্যহ নিয়মিত যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসাযন্ত্র হতে অনাকাঙ্ক্ষিত সংক্রমন রোধ করা সম্ভব হবে। ফলে রোগীদের অযথা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার হ্রাস পাবে এবং রোগীগণকে অতিরিক্ত সময় হাসপাতালে অবস্থান করতে হবে না।

৮। চিকিৎসা যন্ত্রপাতি অচলাবস্থার সময়কাল (Breakdown Time) হ্রাস পাবে। এতে করে রোগীগণ সময়মত চিকিৎসা সেবা পাবে এবং দীর্ঘসময় হাসপাতালে অবস্থান করতে হবে না। ফলে একদিকে রোগীর আর্থিক সাশ্রয় হবে, অন্যদিকে রোগী এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনের অনাকাঙ্ক্ষিত দুশ্চিন্তা কমে যাবে।

৯। চিকিৎসা যত্রপাতি ত্রুটিমুক্ত এবং সার্বক্ষনিক সচল থাকার কারণে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি দেশের সর্বস্তরের মানুষ আস্থাশীল হবে। ফলে বিদেশে চিকিৎসা নিতে গিয়ে যে বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয় তা সাশ্রয় হবে; যা জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

১০। নিয়মিত যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ফলে চিকিৎসা যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল বর্তমানের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে, নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের হার হ্রাস পাবে এবং সরকারি অর্থের সাশ্রয় হবে।

১১। অপ্রত্যাশিতভাবে কদাচিৎ জীবন রক্ষাকারী (Life Savings) চিকিৎসা যত্রপাতিসমূহের অক্ষমতাজনিত (Failure) কারণে (আইসিইউ, সিসিইউ, ওটি-ইমার্জেন্সী, ডায়ালাইসিস, কার্ডিয়াক সার্জারী, অক্সিজেন থেরাপী ইত্যাদি) রোগীদের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করা সম্ভব হবে।

১২। নিমিউ'র প্রকৌশলীগণ কেন্দ্রীয় ঔষধাগার, তেজগাঁও, ঢাকাসহ সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রয় কর্মকান্ডে কারিগরী বিনির্দেশ (Specification) তৈরী ও বিশেষজ্ঞ মতামত প্রদান করে থাকেন। কিন্তু দক্ষ কারিগরী জনবলের অভাবে নিমিউ'র পক্ষে এ দায়িত্ব সূচারুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রস্তাবিত প্রকৌশলীগণকে নিয়োগ করা হলে এ সমস্যার সমাধান হবে এবং চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়ে আরো সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

১৩। দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজে কমিশনের চাহিদার প্রেক্ষিতে নিমিউ'র প্রকৌশলীগণ কারিগরী বিশেষজ্ঞ হিসেবে সহায়তা করে থাকেন যা দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্ত ও অনুসন্ধান কাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। দক্ষ প্রকৌশল জনবল সংকটের কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন'র ক্রমবর্ধমান চাহিদার বিপরীতে কাঙ্খিত মাত্রায় সহায়তা প্রদান দুরুহ হয়ে পড়েছে। প্রস্তাবিত প্রকৌশলীগণকে নিয়োগ করা হলে দুর্নীতি দমন কমিশনের চাহিদানুযায়ী নিমিউ'র প্রকৌশলীগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান সম্ভব হবে।

১৪। বর্তমানে নিমিউতে তীব্র কারিগরী জনবল সংকটের কারণে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পাদন করা যাচ্ছে না। ফলে প্রত্যাশিত চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে। দক্ষ প্রকৌশল জনবল নিয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি হাসপাতালে যথাযথভাবে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা গড়ে তোলা যাবে।

১৫। বেকার ১০০ জন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং ৭৩৫ জন ইলেক্ট্রো-মেডিক্যাল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে এক দিকে যেমন তারা মেডিক্যাল সেক্টরের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবেন, অপর দিকে ৮৩৫ টি পরিবার তথা প্রায় ৩,৫০০ জন মানুষের রুটি রুজির ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।

২১/০৫/২০২০

মোহাঃ আমিনুর রহমান
চীফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার (উপসচিব)
নিমিউ অ্যান্ড টিসি
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
মহাখালী, ঢাকা।